কালের কণ্ঠ

বৃহস্পতিবার। ২২ ডিসেম্বর ২০১৬। ৮ পৌষ ১৪২৩। ২১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮।

এএসডি আয়োজিত সেমিনারে তথ্য

চার বছরে হত্যাকাণ্ডের শিকার এক হাজার ৮৫ জন শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদক

২১ ডিসেম্বর, ২০১৬ ১৭:২৬

দেশে ৪ বছরে এক হাজার ৮৫ জন শিশু হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৫ সালে ২৯২ জন, ২০১৪ সালে ৩৬৬ জন, ২০১৩ সালে ২১৮ জন এবং ২০১২ সালে ২০৯ জন।

আর ২০১৬ সালের প্রথম তিন মাসে ১৫২ জন শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আজ বুধবার রাজধানীর আসাদগেটস্থ ওয়াইডব্লিউসিএ মিলনায়তনে এক সেমিনারে উত্থাপিত মূল প্রবন্ধে এ তথ্য জানানো হয়।

মূল প্রবন্ধে এএসডি'র প্রকল্প কর্মকর্তা ইউ কে এম ফারহানা সুলতানা বলেন, ২০১৫ সালে শিশুদের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়নের ঘটনা আগের বছরের থেকে ২২৫ ভাগ বেড়েছে। আর চলতি বছরে তা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করবে। তাই শিশু হত্যা ও নির্যাতন বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী।

শিশু অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি) আয়োজিত এই সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এএসডি'র নির্বাহী পরিচালক জামিল এইচ. চৌধুরী। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শ্যাম সুন্দর শিকদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এস এম আশরাফুজ্জামান। বক্তৃতা করেন এএসডি'র উপ-নির্বাহী পরিচালক মোজাম্মেল হক, ডন ফোরামের মাহবুব আরা, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের শাকিল ফেরদৌস, কাপ-এর রেবেকা সুলতানা, এসওএস শিশু পল্লীর হাসিনা পারভীন।

সেমিনারে শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ১০ দফা সুপারিশ তুলে ধরে বলা হয়, শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেলপ লাইন সেন্টারের টোল ফ্রি ১০৯৮ নম্বরকে ব্যাপক ভাবে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের সংগঠিত করে তথ্য-প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। গ্রাম ও শহরে বস্তি এলাকায় দরিদ্র পরিবারগুলোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। এ ছাড়াও 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা-২০১৫'সহ শিশু অধিকার বিষয়ক সকল আইন ও নীতিমালা সকল স্তরে যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সারা দেশে শিশুদের ওপর যে নির্যাতন-নিপীড়ন শুরু হয়েছে, তা দেশবাসীকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এভাবে হত্যা-নির্যাতন চলতে থাকলে আমাদের শিশুদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের মধ্যে চলে যাবে। এই অবস্থায় সরকারকে আরো কঠোর অবস্থান নিতে হবে। শিশু নির্যাতনের সঙ্গে জড়িতদের সকলকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। একইসঙ্গে আরো বেশী সতর্ক থাকতে হবে।

শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর গঠনের আহ্বান জানিয়ে তারা আরো বলেন, হত্যা-নির্যাতনের পাশাপাশি সারা দেশে শিশু পাচার চলছে। পাচারকৃত শিশুদের তারা যৌন পেশাসহ বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বাধ্য করছে। পাচার হওয়া শিশুরা নানা ধরনের নির্যাতন ও অন্ধকার জীবন বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এ বিষয়ে কাজ করতে পৃথক একটি অধিদপ্তর গঠন করা জরুরী বলে দাবি করেন তারা।

The New Nation
Independent Daily

Thursday, December 22, 2016 12:28:12 PM

1085 children killed in 4 years

Previous record may be broken in 2016: Study

Sagar Biswas :

The incidents of child killing have increased alarmingly in the recent days. A total of 1,085 children were murdered in different parts of the country over the last four years.

Of the victims, 292 were killed in 2015, 366 in 2014, 218 in 2013 and 209 in 2012. Besides, 152 children were murdered in the first three months of the current year. In this ratio, the total number of killings will be over 600 in the end of the year.

The above figure of child killing was disclosed at a seminar organized by Action for Social Development held at YWCA auditorium on Wednesday. The keynote paper was represented by ASD Project Officer UKM Farhana Sultana.

It was found in the study that, the incidents of repression and torture on the children had increased about 225 percent in 2015 in comparison to previous year [2014], and it will break all the preceding records this year [2016].

In this situation, the study recommended to take proper initiatives by the concerned authorities against the child killings along with all sorts of torture and repression.

On July 24, a 10-year-old boy was killed after co-workers inserted the nozzle of a high-pressure air pump into his rectum and turned it on. The boy Sagor Borman worked at a textile mill in Narayanganj, died instantly.

Another 12-year-old boy working at a motorcycle workshop was killed in the same way after he had tried to quit his job in August. After that, at least four other children were killed in different parts of the country in the same horrific manner.

Not only that, the killings of children by the parents are also frequently taking place in this country. In an incident, Nusrat Aman Oroni, 14, and her brother Alvi Aman, 6, were killed at their Banasree home in Dhaka on February 29. Later, their mother Mahfuza Malek Jasmine had confessed about the killings during police interrogation.

Against this backdrop, a 10-point recommendation was placed to prevent child killing and repression. Of them, the wide publicity of toll-free helpline telephone number 1098 is remarkable.

Besides, it was suggested to build up the socially-neglected children as skilled manpower involving them with information technology. At the same time, it was also recommended to take initiatives for socio-economic empowerment of the poor families living at rural and city slum areas.

Urging the government to take tough measures against child murder, it was also recommended in the study to bring the child-abusers to book.

Meanwhile, the experts have also pointed to a number of causes - a rapidly changing society, high ambition, too little punishment of offenders and the impact of television and the internet - as the vital reasons behind increasing child killings.

About killing of own children by parents, the experts have opined that extramarital affairs of father and mother sometimes drive them to kill their own offspring as a way of severing ties with each other.

According to the experts, the child murders fall into two categories - murders where near relatives are involved and those committed by the outsiders. Especially in the second type of murder - unemployment is a major cause of crimes against children where some unemployed frustrated youths see crimes as an easy way to make money.

"The increase in the gap between real life and expectations correlates with a rise in crime. One's frustrated aspirations can lead to violent crime where children are easy prey," Dr Shah Ehsan Habib, Professor of Sociology Department, Dhaka University, said.

Some senior police officials, however, said that absence of witnesses is the major problem in prosecution of such cases.

newsgardenbd.com
Bangladesh's Independent Online Newspaper
United Online News Service Ltd.

শিশু হত্যা ও নির্যাতন বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী ॥ এএসডি

নিউজগার্ডেনবিডিডটকম, ডিসেম্বর ২১,২০১৬

শিশু হত্যা ও নির্যাতন বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে শিশু অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি)। বুধবার রাজধানীর আসাদগেটস্থ ওয়াইডব্লিউসিএ মিলনায়তনে 'চাই শিশু সুরক্ষা, চাই শিশু অধিকার : আমাদের করণীয়' শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনারে এই আহ্বান জানানো হয়।

জার্মানি ব্রেড ফর দ্যা ওয়ার্ল্ডের সহযোগিতায় আয়োজিত এই সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এএসডি'র নির্বাহী পরিচালক জামিল এইচ. চৌধুরী। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শ্যাম সুন্দর শিকদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এস এম আশরাফুজ্জামান। বক্তৃতা করেন এএসডি'র উপ-নির্বাহী পরিচালক মোজাম্মেল হক, ডন ফোরামের মাহবুব আরা, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের শাকিল ফেরদৌস, কাপ-এর রেবেকা সুলতানা, এসওএস শিশু পল্লীর হাসিনা পারভীন প্রমূখ।

সেমিনারে উত্থাপিত মূল প্রবন্ধে এএসডি'র প্রকল্প কর্মকর্তা ইউ কে এম ফারহানা সুলতানা বলেন, দেশে ৪ বছরে এক হাজার ৮৫ জন শিশু হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছে। এরমধ্যে ২০১৫ সালে ২৯২ জন, ২০১৪ সালে ৩৬৬ জন, ২০১৩ সালে ২১৮ জন এবং ২০১২ সালে ২০৯জন। আর ২০১৬ সালের প্রথম তিন মাসে ১৫২জন শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ২০১৫ সালে শিশুদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়নের ঘটনা আগের বছরের থেকে ২২৫ ভাগ বেড়েছে। আর চলতি বছরে তা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করবে।

প্রধান অতিথি শ্যাম সুন্দর শিকদার বলেন, একটি শিশুই একটি পরিবার, একটি সমাজ ও একটি রাষ্ট্র। তাই সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য শিশুদের ভালো ভাবে গড়ে তুলতে হবে। এবিষয়ে সরকার ইতোমধ্যে নানামুখী ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বিশেষ অতিথি এস এম আশরাফুজ্জামান বলেন, শিশুদের প্রতি সকলকে যতœবান হতে হবে। আমরা দায়িত্বশীল না হলে শিশুরা নিগ্রহের শিকার হবে। যা আমাদের সমাজে বিরুপ প্রভাব ফেলবে। তিনি শিশু সুরক্ষা আইন এক্ষেত্রে ভুমিকা রাখবে কলে তিনি উল্লেখ করেন।

সেমিনারে শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ১০ দফা সুপারিশ তুলে ধরে বলা হয়, শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেলপ লাইন সেন্টারের টোল ফ্রি ১০৯৮ নম্বরকে ব্যাপক ভাবে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের সংগঠিত করে তথ্য-প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। গ্রাম ও শহরে বস্তি এলাকায় দরিদ্র পরিবারগুলোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। ‘গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা-২০১৫’সহ শিশু অধিকার বিষয়ক সকল আইন ও নীতিমালা সকল স্তরে যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, সারাদেশে শিশুদের উপর যে নির্যাতন-নিপীড়ন শুরু হয়েছে, তা দেশবাসীকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এভাবে হত্যা-নির্যাতন চলতে থাকলে আমাদের শিশুদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের মধ্যে চলে যাবে। এই অবস্থায় সরকারকে আরো কঠোর অবস্থান নিতে হবে। শিশু নির্যাতনের সঙ্গে জড়িতদের সকলকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। একইসঙ্গে আরো বেশী সতর্ক থাকতে হবে।

শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর গঠনের আহ্বান জানিয়ে তারা আরো বলেন, হত্যা-নির্যাতনের পাশাপাশি সারাদেশে শিশু পাচার চলছে। পাচারকৃত শিশুদের তারা যৌন পেশাসহ বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বাধ্য করছে। পাচার হওয়া শিশুরা নানা ধরণের নির্যাতন ও অন্ধকার জীবন বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এবিষয়ে কাজ করতে পৃথক একটি অধিদপ্তর গঠন করা জরুরী বলে তারা দাবি করেন।
###

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
THE DAILY INQILAB

ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ২২ ডিসেম্বর ২০১৬, ৮ পৌষ ১৪২৩, ২১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ হিজরী -

চার বছরে হত্যাকান্ডের শিকার এক হাজার ৮৫ জন শিশু

এএসডি আয়োজিত সেমিনারের তথ্য

| প্রকাশের সময় : ২২ ডিসেম্বর, ২০১৬, ১২:০০ এএম

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে ৪ বছরে এক হাজার ৮৫ জন শিশু হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৫ সালে ২৯২ জন, ২০১৪ সালে ৩৬৬ জন, ২০১৩ সালে ২১৮ জন এবং ২০১২ সালে ২০৯ জন। আর ২০১৬ সালের প্রথম তিন মাসে ১৫২ জন শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। গতকাল বুধবার রাজধানীর আসাদগেটস্থ ওয়াইডব্লিউসিএ মিলনায়তনে এক সেমিনারে উত্থাপিত মূল প্রবন্ধে এ তথ্য জানানো হয়। মূল প্রবন্ধে এএসডি'র প্রকল্প কর্মকর্তা ইউ কে এম ফারহানা সুলতানা বলেন, ২০১৫ সালে শিশুদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়নের ঘটনা আগের বছরের থেকে ২২৫ ভাগ বেড়েছে। আর চলতি বছরে তা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করবে। তাই শিশু হত্যা ও নির্যাতন বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

শিশু অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি) আয়োজিত এই সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এএসডি'র নির্বাহী পরিচালক জামিল এইচ. চৌধুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শ্যাম সুন্দর শিকদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এস এম আশরাফুজ্জামান। বক্তব্য রাখেন, এএসডি'র উপ-নির্বাহী পরিচালক মোজাম্মেল হক, ডন ফোরামের মাহবুব আরা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শাকিল ফেরদৌস, কাপ-এর রেবেকা সুলতানা, এসওএস শিশু পল্লীর হাসিনা পারভীন প্রমুখ। সেমিনারে শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ১০ দফা সুপারিশ তুলে ধরে বলা হয়, শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেলপ লাইন সেন্টারের টোল ফ্রি ১০৯৮ নম্বরকে ব্যাপকভাবে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সংগঠিত করে তথ্য-প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। গ্রাম ও শহরে বস্তি এলাকায় দরিদ্র পরিবারগুলোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা-২০১৫'সহ শিশু অধিকারবিষয়ক সকল আইন ও নীতিমালা সকল স্তরে যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, সারাদেশে শিশুদের উপর যে নির্যাতন-নিপীড়ন শুরু হয়েছে, তা দেশবাসীকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এভাবে হত্যা-নির্যাতন চলতে থাকলে আমাদের শিশুদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের মধ্যে চলে যাবে। এই অবস্থায় সরকারকে আরো কঠোর অবস্থান নিতে হবে। শিশু নির্যাতনের সঙ্গে জড়িতদের সকলকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। একইসঙ্গে আরো বেশী সতর্ক থাকতে হবে।

শিশুবিষয়ক অধিদপ্তর গঠনের আহ্বান জানিয়ে তারা আরো বলেন, হত্যা-নির্যাতনের পাশাপাশি সারাদেশে শিশু পাচার চলছে। পাচারকৃত শিশুদের তারা যৌন পেশাসহ বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বাধ্য করছে। পাচার হওয়া শিশুরা নানা ধরনের নির্যাতন ও অন্ধকার জীবন বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এ বিষয়ে কাজ করতে পৃথক একটি অধিদপ্তর গঠন করা জরুরি বলে তারা দাবি করেন।

sagorkonnya
সাগরকন্যা
সম্ভাবনাকে এগিয়ে রাখে

চার বছরে হত্যাকান্ডের শিকার এক হাজার ৮৫ জন শিশু

চার বছরে হত্যাকান্ডের শিকার এক হাজার ৮৫ জন শিশু

অনুপ বালো, সাগরকন্যা প্রতিবেদক॥

দেশে ৪ বছরে এক হাজার ৮৫ জন শিশু হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছে। এরমধ্যে ২০১৫ সালে ২৯২ জন, ২০১৪ সালে ৩৬৬ জন, ২০১৩ সালে ২১৮ জন এবং ২০১২ সালে ২০৯জন। আর ২০১৬ সালের প্রথম তিন মাসে ১৫২জন শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

বুধবার (২১ ডিসেম্বর) রাজধানীর আসাদগেটস্থ ওয়াইডব্লিউসিএ মিলনায়তনে এক সেমিনারে উত্থাপিত মূল প্রবন্ধে এ তথ্য জানানো হয়। মূল প্রবন্ধে এএসডি'র প্রকল্প কর্মকর্তা ইউ কে এম ফারহানা সুলতানা বলেন, ২০১৫ সালে শিশুদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়নের ঘটনা আগের বছরের থেকে ২২৫ ভাগ বেড়েছে। আর চলতি বছরে তা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করবে। তাই শিশু হত্যা ও নির্যাতন বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী।

শিশু অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি) আয়োজিত এই সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এএসডি'র নির্বাহী পরিচালক জামিল এইচ. চৌধুরী।

সেমিনারে বক্তব্য রাখেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শ্যাম সুন্দর শিকদার, শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এস এম আশরাফুজ্জামান, এএসডি'র উপ-নির্বাহী পরিচালক মোজাম্মেল হক, ডন ফোরামের মাহবুব আরা, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের শাকিল ফেরদৌস, কাপ-এর রেবেকা সুলতানা, এসওএস শিশু পল্লীর হাসিনা পারভীন প্রমূখ।

সেমিনারে শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ১০ দফা সুপারিশ তুলে ধরে বলা হয়, শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেলপ লাইন সেন্টারের টোল ফ্রি ১০৯৮ নম্বরকে ব্যাপক ভাবে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের সংগঠিত করে তথ্য-প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দক্ষ মানব

সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। গ্রাম ও শহরে বস্তি এলাকায় দরিদ্র পরিবারগুলোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। ‘গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা-২০১৫’সহ শিশু অধিকার বিষয়ক সকল আইন ও নীতিমালা সকল স্তরে যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

বক্তারা বলেন, সারাদেশে শিশুদের উপর যে নির্যাতন-নিপীড়ন শুরু হয়েছে, তা দেশবাসীকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এভাবে হত্যা-নির্যাতন চলতে থাকলে আমাদের শিশুদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের মধ্যে চলে যাবে। এই অবস্থায় সরকারকে আরো কঠোর অবস্থান নিতে হবে। শিশু নির্যাতনের সঙ্গে জড়িতদের সকলকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। একইসঙ্গে আরো বেশী সতর্ক থাকতে হবে। শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর গঠনের আহ্বান জানিয়ে তারা আরো বলেন, হত্যা-নির্যাতনের পাশাপাশি সারাদেশে শিশু পাচার চলছে। পাচারকৃত শিশুদের তারা যৌন পেশাসহ বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বাধ্য করছে। পাচার হওয়া শিশুরা নানা ধরণের নির্যাতন ও অন্ধকার জীবন বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এবিষয়ে কাজ করতে পৃথক একটি অধিদপ্তর গঠন করা জরুরী বলে তারা দাবি করেন।